Rs. 2.00
মূল্য : ২ টাকা
PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
MONTHLY
মাসিক
Vol : X Issue : IX, 15th, December, 2021 মাঘ, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

জয় কৃষাণ! এক বছর এককাট্টা লড়াইয়ে স্বৈরাচারীর নতিস্বীকার। গত এক বছর ধরে বলা হচ্ছিল, ওই তিন আইন পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী। আমাদের এই পত্রিকায় (ডিসেম্বর ২০২০) আমরা বলেছিলাম যে, সংবিধান অনুযায়ী কৃষি রাজ্যের তালিকাভুক্ত এবং আইনগুলো করা হয়েছে কৃষকদের উন্নতির জন্য নয়, মুষ্টিমেয় কর্পোরেটদের স্বার্থে। কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত না করে আন্দোলনকারী কৃষকদের খালিস্থানি/পাকিস্তানি বা দেশ বিরোধী বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো হয়েছে, কর্পোরেট চালিত মিডিয়া গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যা প্রচার করেছে, কেন্দ্রীয় ডেপুটি মন্ত্রী প্রকাশ্যে ভয় দেখিয়েছেন, তার ছেলে কৃষকের মিছিলে গাড়ি চালিয়ে হত্যা অপরাধে আপাতত জেলবন্দি। তবু কৃষকরা নতি স্বীকার করেননি। অবশেষে লোকসভায় তিন কৃষি আইন প্রত্যাহৃত হল। প্রমাণ হল, সঙ্ঘবদ্ধ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমেও স্বৈরতন্ত্রের বিনাশ করা যায়। আশা করা যায়, শ্রম আইনগুলো বাতিল হবে, ব্যাংক-বীমার বেসরকারিকরণ বন্ধ হবে, সাধারণ মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।

বহুল প্রচার সত্ত্বেও করোনার তৃতীয় ঢেউ কিন্তু সেভাবে আমাদের আঘাত করেনি। সমাজ জীবন ক্রমশই স্বাভাবিক হচ্ছে। তাই আমরা সাবধানে থাকব, কিন্তু ভীত/সন্ত্রস্ত হব না।

গত ৪ তারিখ, শনিবার আমাদের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করি, নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির নেতৃত্বে আমরা নতুন পথে এগিয়ে চলব।

বাচালনামা

জি এম আবুবকর

শতবর্ষে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগানের জনক - হসরৎ মোহানী-১৪৬

বলাই বাহুল্য, শতবর্ষ পরেও "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগান জিন্দা আছে মানুষের মনে ও জীবনে। মিটিং-এ মিছিলে অনিবার্যভাবে ধ্বনিত হয় "ইনকিলাব জিন্দাবাদ-বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক"। বিশেষ করে বামপন্থায় আস্থাশীলদের কাছে এই স্লোগান পবিত্র মন্ত্রের মতো। যদিও এ পোড়া দেশে ইনকিলাব এল কিনা বা আসবে কিনা ভবিষ্যতে, কেউ জানে না। যাই হোক, এই জনপ্রিয় স্লোগানটির সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২১ সালে। স্রষ্টার নাম মাওলানা হসরৎ মোহানী। এদেশে উর্দু ভাষা নিয়ে যার যত বৈরীভাব থাক, স্লোগানটি রচিত হয়েছিল উর্দু ভাষায়।

তুলনায় ভারতের জাতীয় স্লোগান "জয় হিন্দ" অনেক নবীন। দেশবাসীর কাছে এটি দেশাত্মবোধক এবং এটাই ভারতের জাতীয় স্লোগান। এর উৎপত্তি হয়েছিল "জয় হিন্দুস্তান কী" বলে। সেটাই ব্যবহারের সুবিধার জন্য কাটছাঁট হয়ে দাঁড়ালো "জয় হিন্দ"। অনেকের ধারণা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এই দেশাত্মবোধক এবং ধর্মনিরপেক্ষ স্লোগানটি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু জইন-উল-আবিদীন হাসান নামে এক হায়দরাবাদের যুবকের মাথা থেকে এই অপূর্ব স্লোগানটি বেরোয়। ইনি ছিলেন নেতাজির সেক্রেটারি ও ইন্টারপ্রিটার। জার্মানিতে পড়তে এসেছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু নেতাজির প্রভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ অসমাপ্ত রেখে যোগ দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজে। তাঁর পিতা ছিলেন হায়দরাবাদের একজন কালেক্টার। জইন-উল-আবিদীন আজাদ হিন্দু ফৌজের স্লোগান হিসেবে নেতাজীর কাছে "জয় হিন্দ" প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি নেতাজীর খুবই পছন্দ হয় এবং তিনি এটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন। ঘটনাচক্রে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ও "জয় হিন্দ" স্লোগানের প্রস্তাবক হিসেবে দুজন স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলিমের নাম যুক্ত হয়ে আছে।

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগানের স্রষ্টা স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা হসরৎ মোহানীর স্মরণে ভারত সরকার একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে (২০১৪)। বর্তমান বছরটি তাঁর ৭০তম প্রয়াণ বার্ষিকী হিসেবে পালিত হচ্ছে। হসরৎ মোহানীর জন্ম তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ইউনাইটেড প্রোভিন্সের উন্নাও জেলার "মোহান" নামে একটি মফস্বল শহরে। মোহান নাম থেকে তিনি হয়েছেন "মোহানী"। বিশিষ্ট লেখক ও কবি হিসেবে হসরত মোহানী নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর নাম আসলে সৈয়দ ফজলুল হসান। তিনি স্নাতক হয়েছিলেন আলিগড়ের মোহামেডান অ্যাংলো কলেজ থেকে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

হসরৎ মোহানী কলেজ থেকে তিনবার বিতাড়িত হয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের সমালোচনার জন্য। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা মোহাম্মাদ আলী জওহর ও মাওলানা সৌকত আলী। স্নাতক ডিগ্রি পাবার পরে তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তবে প্রথম দিকে তিনি জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "উর্দু-এ-মুআল্লা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন হসরৎ মোহানী। "মুস্তাকিল উর্দু" নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন।

তবে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" স্লোগান প্রসঙ্গে যাঁর নামটি সর্বাগ্রে উঠে আসে তিনি ছিলেন শহীদ ভগৎ সিং। উনিশ শতকের কুড়ির দশকের শেষ দিকে ভগৎ সিং তার ভাষণে ও লেখালেখির মাধ্যমে এই স্লোগানকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

ইতিহাস হসরৎ মোহানীকে মনে রেখেছে তাঁর স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অবদানের জন্য। তিনি Constituent Assembly-র সদস্য ছিলেন। ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি চেয়েছিলেন একটি confederal Constitution হোক। রাশিয়ার মতো সেখানে থাকবে ছটি ফেডারেশন— পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান, মধ্য ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত এবং হায়দ্রাবাদ-দাক্ষিণাত্য। বাস্তবে তা অবশ্য ঘটেনি। ভারত ভাগের পর তিনি ভারতে থাকাই স্থির করেছিলেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারের জন্য মুখ খুলেছিলেন।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, সংবিধানের প্রস্তাবনা তৈরি, ধর্মীয় সংরক্ষণ, ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি স্পষ্ট মতামত দিয়েছিলেন। হসরৎ মোহানী সমস্ত রকম সরকারি আনুকূল্যসহ সরকারি ভাতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। থাকতেন একটি মসজিদে। সংসদে যেতেন একটি টাঙ্গায় চড়ে। ট্রেনে ভ্রমণ করতেন তৃতীয় শ্রেণিতে। কাব্য প্রতিভায় ভাস্বর হসরৎ মোহানী অসংখ্য গজল ও নজম (কবিতা) লিখেছেন এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে "কুল্লিয়াত-এ-হসরৎ হোমানী" (হসরৎ মোহানী কবিতা সংগ্রহ), "শারহ্-এ-কালাম-গালিব" (গালিবের কবিতার ব্যাখ্যা), "নুকাত-এ-সুখান" (কবিত্রর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি) এবং "মুশাহিদাত-এ-জিন্দান" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কাব্যটি জেলে বসে লিখেছিলেন। মানুষের অনাদরে গজল যখন হারিয়ে যাওয়ার পথে, হসরৎ মোহানী তখন তাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

হসরৎ মোহানীর একটি গজলের শের আজও ভীষণ জনপ্রিয়। সেটি গজল সম্রাট গুলাম আলি গেয়েছেন এবং "নিকাহ" ফিল্মে ব্যবহৃত হয়েছে—

"চুপকে চুপকে রাতদিন
আঁশু বহানা ইয়াদ হ্যায়।
হামকো অবতক আশিকী কা
ওহ জমানা ইয়াদ হ্যায়।"

পান্তু মাসি

মৃণাল দত্ত

কথায় বলে বয়সের গাছপাথর নেই। যে মানুষের বয়স জানা যায় না তাকে গ্রাম্য মানুষজন এমন কথা বলে থাকেন। আমাদের অঞ্চলে পান্তু মাসি তেমন একজন যার বয়স জেঠু বাবা কাকারা কেউই জানত না। এমন কি পাড়ার বিষ্টুদাও না। বিষ্টুদা সকলেরই দাদা। পাড়ার কোনো সমস্যা হলে তা পারিবারিক সামাজিক যাই হোক না কেন বিষ্টুদা হলেন মুস্কিল আসান। এহেন বিষ্টুদাও পান্তু মাসির বয়স বলতে পারেন নি।

হঠাৎ বয়সের কথা উঠলো কেন? আসলে আজ ভোর ভোর নাগাদ পান্তু মাসি মারা গেছেন। দাহ কাজ করার জন্য তো বয়স জানতে হবে— তা কত বলা হবে? ৮০ না ১০০? পান্তু মাসি একা থাকতেন পাড়ার পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতে। সঙ্গে বলতে পিতৃমাতৃহীন কুকুর কেল্টু। কেল্টু ছিল পান্তু মাসির সহায় সম্বল। যেখানে পান্তু মাসি কেল্টু সেখানে, ছোটো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে যেত। কেল্টু কখনো কখনো ঘেউ ঘেউ করে পান্তু মাসির পাহারাদারের কাজ করত।

পাড়ার পাকা মাথার মানুষেরা বয়স সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে একসঙ্গে বসলেন। বয়স্ক জেঠু বিষ্টুদা'কে ডেকে বললেন, 'শোন বিষ্টু, পান্তু মাসির ঘরে যাও। বাক্স প্যাঁটরা যদি কিছু থাকে তবে তা খুলে দ্যাখো, বিছানা পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করো যদি কোনো কাগজপত্র পাও যাতে বয়সের কোনো হদিশ থাকে।'

বিষ্টুদা তার সঙ্গে যাবার জন্য আমাকে নিলেন। দু'জনে ভাঙা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। যেন গুপ্তধনের খোঁজে বিমাল, কুমার, সুন্দরবাবু— যেমনটা লিখেছেন হেমেন্দ্র কুমার রায় তার বইয়ে। দু'জনে তো গেলাম। সমস্যা বাড়ালো কেল্টু। কেল্টু কিছুতেই পান্তু মাসির শরীর ছুঁতে দেবে না। তবে বিষ্টুদাও যেমন তেমন নন, কেল্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে, আদর সোহাগ করে বশ মানালেন। কেল্টু তারপরে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চুপচাপ বিষ্টুদার পিছন পিছন ঘুরঘুর করতে লাগলো।

পান্তু মাসি আমাদের পাড়ার সকলের আপনজন। সকলেই শোকার্ত। পাড়ার মাসিমা পিসিমা জেঠিমা মায়েরা সকলেই অশ্রুপাত করছে। জেঠিমা বললেন, বুঝলিরো বিষ্টু, এই বুড়ি কোথা থেকে এসে আমাদের সকলের আপনজন হয়ে উঠল। সাহায্য দিতে গেলে বলতো— না রে মা আমার টাকা পয়সা লাগবো না, দুগা পান্তা ভাত দিও তাইলেই হইবো। পান্তু মাসির বাঙাল কথাও আমাদের ঘটি পাড়ার অভিনব ব্যাপার। আমরা ছোটো বয়সে পান্তু মাসিকে দেখলেই হৈহৈ করে বলতাম 'খামুরে যামুরে'। আশ্চর্য ব্যাপার পান্তু মাসি ফোকলা দাঁতে হাসতেন, আমাদের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলতেন, বাঁইচ্যা থাকা সোনামনিরা।

সেই পান্তু মাসি আমাদের আদরের, আমাদের ভালোবাসার মানুষটি আজ চলে গেলেন। তিনি আমাদের ঘরের কেউ নন, অথচ আজ তারই জন্য আমরা ছোটোরা বড়োরা অশ্রুপাত করছি। বিষ্টুদা ও আমার অনুসন্ধান পর্ব চলছে। টিনের ভাঙা সুটকেশ, ছালার বিছানা, তেলতেলে বালিশ, কোথাও বয়সের আন্দাজ পাবার মতো কাগজ পত্তর, ছবি কিছুই নেই। শেষমেষ বিষ্টুদা বললেন, 'বালিশটা দ'াখতো'। আমি তেলচিটে কালচে বালিশটার ভিতরে হাত দিতেই একটা চিরকুট পেলাম। 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে আমি চেঁচিয়ে উঠি। বাইরে বন্ধু-বান্ধব যারা ছিল সবাই ছুটে এল। সমস্বরে বলে ওঠে 'কি পেলি, কি পেলি'। ওই চিরকুট নিয়ে বাইরে এলাম। জেঠুদের হাতে চিরকুট তুলে দিলাম। জেঠু পুরনো, জীর্ণ হয়ে যাওয়া চিরকুটের ভাঁজ খুললেন, পড়লেন এবং হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমরা সকলে হতভম্ব। কাগজটা সকলে দেখলেন, পড়লেন, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমাদের বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ কি বিরাট হৃদয়ের মানুষ ছিলেন পান্তু মাসি। পরের বাড়ির পান্তা খেয়ে যে মানুষটি আজ চলে গেলেন সেই মানুষটি লিখে গেছেন, 'আমার মৃত্যুর পর এই টাকা দিয়ে পাড়ার সকল ভিক্ষুকদের, অনাথ ছেলেমেয়েদের একদিন পান্তাভাত আর ফুলরি খাওয়াবে। খামের ভিতর রইলো (জমানো টাকা)। লেখার শেষে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে লেখা 'পান্তুবালা'। খাম খোলা হল। সব খুচরো টাকা গুনে দেখা হল। ১ টাকা দু'টাকা পাঁচ টাকায় তার পরিমাণ মোট পাঁচ হাজার টাকা।

এদিকে বয়সের হদিশ পাওয়া গেল না। বড়োরা সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন, যখন কোনো প্রমাণ নেই তখন পান্তু মাসির বয়স ৮০ লিখিয়ে দাহ করো। পান্তু মাসির ধর্ম আমরা কেউই জানি না। পাড়ার সকলেই হিন্দু। তাই পান্তু মাসিকে হিন্দু মতেই দাহ করা হল।

দাহ তো হল এবার পান্তু মাসির শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করবো কবে। দিন তারিখ ঠিক করার জন্য আমাদের বাড়িতে সকলে এলেন। বড়োদের সঙ্গে আমরা ছোটোরাও বিষ্টুদার নেতৃত্বে বসলাম। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল আগামী রোববার পাড়ার রাস্তায় সামিয়ানা টাঙিয়ে পান্তু মাসির স্মরণানুষ্ঠান করা হবে। বিষ্টুদাকে দায়িত্ব দেওয়া হল এপাড়া ওপাড়ায় যারা ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করে তাদের সকলকে ডাকার জন্য। সেই সঙ্গে তেলেভাজার দোকানে, চায়ের দোকানে, মিষ্টির দোকানে যারা কাজ করে সেইসব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ডাকা হবে। সব মিলিয়ে প্রায় দু'শ জনকে ডাকতে হবে। পাড়ার হারু ঠাকুরের সাথে পাকা কথা হল সেই ভাত রেঁধে দেবে। সেই ভাতের গামলায় জল ঢেলে পান্তা ভাত বানানো হবে। মানে জল ভাত-ই হবে পান্তা ভাত।

সমস্যা হল ছবি কোথায় পাওয়া যাবে। সমাধান হল দীপুর দাদা, যিনি আর্ট কলেজে পড়েন, সে আন্দাজ করে এঁকে দেবে পান্তু মাসির ছবি।

রবিবার সকাল থেকে কোমরে গামছা বেঁধে বিষ্টুদা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে নিলেন। আমাকে বলা হল সবার থালায় নুন দিতে। দীপুর দাদা মানে শ্যামলদা ছবি বাঁধিয়ে এনে দিলেন। হুবহু না হলেও পান্তু মাসিকে মোটামুটি চেনা যাচ্ছে। এ পাড়ার পাণ্ডা ঠাকুরকে ৫০০ ফুলুরির অর্ডার দেওয়া ছিল। গরম গরম

ভাজা হচ্ছে বিরাট কড়াইয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে কুচো কাচা, আধ পাকা সাদা চুলের বুড়ি, অল্প বয়সী ভিখারিনীরা কাঁধে কোলে শিশু নিয়ে হাজির। আমরা সকলে পান্তমাসির ছবির সামনে দাঁড়ালাম। বড়োরা-ছোটোরা সকলে মিলে ছবিতে মালা দেওয়া হল। বয়স্ক জেঠু ভেজা চোখে দু'চার কথা বললেন। সবই অজানা অচেনা এক বৃদ্ধার কথা, যে আমাদের পাড়ায় এসে বাসা বেঁধেছিলেন, সারাটা জীবন পান্তাভাত খেয়ে কাটিয়েছেন তবু তার ছিল মহৎ হৃদয়। তার জমানো শেষ কড়িটুকু দিয়ে গেলেন তারই মতো অভাগা মানুষদের। সবাইকে পাত পেড়ে খাওয়ানো হল, সবাই পান্তমাসিকে ধন্য ধন্য বললেন। আমাদের বাড়ির মাসি পিসিরা এক বাটি ভাত নিয়ে গেলে। সকলে বিদায় নিলে আমরা ছোটরা পান্ত মাসির ছবির সামনে দাঁড়ালাম। মনে হল পান্ত মাসি মিটি মিটি হাসছেন। আমাদের সকলের গালে ঠোনা দিয়ে বলছেন 'বাইচ্যা থাকো বাপ'।

আজ আমি জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া আছি। একাকী বিপত্নীকের জীবন, আয়া নির্ভর। সন্তানরা দূরে চাকুরিরত। এই স্বচ্ছল জীবনে আজ সূর্যডোবা সন্ধ্যায় চারিদিকে গোধূলি মায়ায় পান্ত মাসির কথা মনে পড়িয়া গেল। অজানা অচেনা অনাত্মীয় আমার জীবনের কৈশোরে কি ভালোবাসাই না দিয়াছে। জীবনের ভিক্ষাবৃত্তির জমানো টাকা বিলাইয়া দিয়াছে অপরিচিত মানুষদের। মনে হয় আমরা কত ক্ষুদ্র। জীবনের কোনো সঞ্চয়ই অপরের কাজে লাগাইতে পারি নাই। মনে হইল তিনি যেন গালে ঠোনা মারিয়া বলিতেছেন 'বাইচ্যা থাকো বাপ'।

প্রদীপের নীচে অন্ধকার

তপনকুমার দাস

ভারতে অপুষ্টিতে ৩৩ লক্ষ শিশু তখন ভাবতে হয় 'নতুন ভারত'। গত বছরের তুলনায় গুরুতর আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ৯১ শতাংশ। কোভিডের কারণে বন্ধ থেকেছে বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বন্ধ রয়েছে মিড ডে মিল বা অঙ্গনওয়াড়িতে খাদ্যের প্রকৃত বরাদ্দ। গত ৭ মাসে মিড ডে মিল না হওয়ার দরুন ৭২০ কোটি টাকা বাংলার সাশ্রয় হয়েছে, আর ক্লাবগুলিকে পূজার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নতুন ভারতের স্লোগান দিয়ে যোগীর রাজ্যে রামনগরী অযোধ্যা আলোকিত করা হল। দিওয়ালিতে স্মরণীয় করে রাখতে শুধু অযোধ্যতেই ১২ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নিজেদের নাম তুলেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। ভারতে যখন লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীরা দিশেহারা তখন তাদের এই কর্মকাণ্ডে সাধারণ আমজনতা বিব্রত। প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল, "অযোধ্যা তার হারানো দ্যুতি

ফিরে পেয়েছে"। দেখা গেল প্রদীপ নিভতেই যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারের দৈত্য। হাতে শিশি-বোতল নিয়ে ওই লক্ষ লক্ষ প্রদীপের অবশিষ্ট তেল সংগ্রহে নেমেছে হাজার হাজার বাচ্চা ও মহিলারা।

প্রবীণ নাগরিক হিসেবে ভাবতে অবাক লাগে যখন "১২" লক্ষ প্রদীপ জ্বালাতে "৩৬" হাজার লিটার অগ্নিমূল্য সর্ষের তেল পুড়িয়েছে যোগী সরকার, তখন ৩০ শতাংশ মানুষের রোজ খাওয়ার জোটে না। রাজ্যের অর্ধেক শিশু দুধ খেতে পায় না। এমন একটা সময়ে বিপুল সমারোহে দিওয়ালি আয়োজন করে সরকার ওই গরিব মানুষদেরই ব্যঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন উঠেছে প্রদীপের তলানি তেল কী আদৌ খাওয়ার যোগ্য? এই তেলের যোগানদার কে? বাজারে যখন ২০০ থেকে ২৭০ টাকা লিটার, তখন কী এই বৈভবের কোনো প্রয়োজন ছিল। সরযুর তীরে শীতের হাওয়ায় খুব বেশিক্ষণ জ্বলেনি প্রদীপ। আর মহিলা আর বাচ্চারা যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল। প্রদীপ নিভতেই খালি হাতে সেই তপ্ত সলতে সরিয়ে সারা রাত চলল তেল জোগাড়। এই যদি হয় নতুন ভারতের দিশা, তবে আমাদেরকেও বদলাতে হবে নতুন ভোরের জন্য তপ্ত সলতে পাকাতে। যদি কিছু পরিবর্তন করা যায় আগামীর জন্য। প্রদীপের নিচে অন্ধকার সরাতেই হবে— এটাই আমাদের প্রত্যয়।

প্রবীণ বার্তা - প্রকাশিত লেখা

এপ্রিল ২০২০ — মার্চ ২০২১

১) অশোক রঞ্জন ধর :— সায়াহ্নের সুখের খোঁজে, অক্টোবর ২০২০

২) অর্নব হাজরা :— এক ৮২ বছরের যুবকের কাহিনি, আগস্ট ২০২০

৩) গৌতম রায়চৌধুরী :— ক) আমাদের বিদ্যাসাগর - ১ম পর্ব, এপ্রিল ২০২০ খ) আমাদের বিদ্যাসাগর - ২য় পর্ব, মে ২০২০ গ) আমাদের বিদ্যাসাগর - ৩য় পর্ব, জুন ২০২০ ঘ) আমাদের বিদ্যাসাগর - ৪র্থ পর্ব, জুলাই ২০২০ ঙ) আমাদের বিদ্যাসাগর - ৫ম পর্ব, আগস্ট ২০২০ চ) আমাদের বিদ্যাসাগর - শেষ পর্ব, সেপ্টেম্বর ২০২০ ছ) দুশো বছর পর বিদ্যাসাগর, অক্টোবর ২০২০ জ) কন্টেনারের দেওয়াল, ডিসেম্বর ২০২০ ঝ) ডাঃ হৈমবতী সেন, জানুয়ারি ২০২১ ঞ) করোনার সালতামামি, মার্চ ২০২১

৪) ছায়া মুখার্জী :— ক) বিদ্যালয়ের ইতিহাস - ১ম পর্ব, মে ২০২০ ক) বিদ্যালয়ের ইতিহাস - ২য় পর্ব, জুন ২০২০ ক) এক দুঃসহ মুহূর্তে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ, ফেব্রুয়ারি ২০২১

৫) ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল :— গ্রন্থি শূলের সঙ্গে জীবন যাপনের সপ্তপদী, আগস্ট ২০২০

৬) জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য :— পুণ্যভূমি শিলং, মার্চ ২০২১

৭) তপন কুমার দাস :— ক) কোভিড-১৯ মহামারি ও অভিজ্ঞতা, জানুয়ারি ২০২১ খ) জয় শ্রীরাম, ফেব্রুয়ারি, ২০২১ গ) ধর্ম-প্রকৃতি-মানুষ মার্চ ২০২১

৮) পেলব মুখার্জী :— ক) অজানা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এপ্রিল ২০২০ খ) সবাইকে একসাথে নিয়ে এগোতে হবে, মে ২০২০ গ) আশার আলো দেখাচ্ছে বিজ্ঞান - বিজ্ঞানে ভরসা রাখুন, জুলাই ২০২০ ঘ) আশার আলো, আগস্ট ২০২০ ঙ) ১ অক্টোবরের ভাবনা, অক্টোবর ২০২০ চ) আসন্ন ১৫তম সম্মেলন সফল করুন, নভেম্বর ২০২০ ছ) সম্পাদকীয়, মার্চ ২০২১

৯) পুষ্পিতা রায় :— শ্রমজীবি কিচেন, জুন ২০২০

১০) পুতুল মৈত্র :— ঐ মেয়েটি, নভেম্বর ২০২০

১১) প্রশান্ত কুমার ধর :— ক) করোনা, মে ২০২০ খ) করোনা আবহে খুদে পড়ুয়াদের কষ্ট, অক্টোবর ২০২০ গ) স্মরণে - ডাঃ প্রাণ শংকর সাহা, ডিসেম্বর ২০২০

১২) মৃণাল দত্ত :— ক) আমফান, জুন ২০২০ খ) পরিযায়ী বার্তা, সেপ্টেম্বর ২০২০ গ) যদিও করোনা, অক্টোবর ২০২০ ঘ) ফিরে দেখা, নভেম্বর ২০২০ ঙ) ওয়াদা, ডিসেম্বর ২০২০ চ) রূপার কাছে, ফেব্রুয়ারি ২০২১ ছ) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় - ব্যাতিক্রমী অভিনেতা, মার্চ ২০২১

১৩) ডাঃ মৃগেন্দ্র গাঁতাইত :— ক) কোভিড ১৯ - কেন বেশি ঝামেলা এবং আমাদের করণীয় কি, জুলাই ২০২০ খ) এক চিকিৎসক কোভিড রোগীর দিনলিপি, অক্টোবর ২০২০ গ) বেথুন স্মরণ - আমাদের কর্তব্য, নভেম্বর ২০২০ ঘ) মনের বার্ধক্য, জানুয়ারি ২০২১ ঙ) চাষী ও আগাছা, ফেব্রুয়ারি ২০২১ চ) ভোজনে ধর্মকর্ম, মার্চ ২০২১

১৪) রমাপ্রদাস দত্ত :— ক) সমগ্র ভারতে এই রাজ্যেই প্রবীণরা বেশি নিপীড়িত, অক্টোবর ২০২১

১৫) রামরমণ ভট্টাচার্য :— ক) ছোটো আমি, বড়ো আমি, এপ্রিল ২০২০ (মে ২০১০ পুনঃমুদ্রিত)

১৬) স্নেহাংশু চাকদার :— ক) পিকনিক, মার্চ ২০২১

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৮টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য - এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর - এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বুধবার ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - সোমবার সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in